মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৯৬৩

পর্ব-৭: সওম (রোযা) (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

আরবী

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النُّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فيشفعان . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان

বাংলা

১৯৬৩-[৮] ’আবদুল্লাহ ইবনু ’উমার হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সিয়াম এবং কুরআন বান্দার জন্য শাফা’আত করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনে খাবার গ্রহণ করতে ও প্রবৃত্তির তাড়না মিটাতে বাধা দিয়েছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার শাফা’আত কবূল করো। কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। অতএব তার ব্যাপারে এখন আমার সুপারিশ গ্রহণ করো। অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবূল করা হবে। (বায়হাক্বী; শু’আবূল ’ঈমান)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : মুসতাদারাক লিল হাকিম ২০৩৬, শু‘আবূল ঈমান ১৮৩৯, সহীহ আল জামি‘ ৩৮৮২, সহীহ আত্ তারগীব ৯৭৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (الصِّيَامُ وَالْقُرْاٰنُ يَشْفَعَانِ) ‘‘সিয়াম ও কুরআন উভয়ই সুপারিশ করবে।’’ আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেনঃ এখানে কুরআন দ্বারা রাতের সালাতের কিরাআত উদ্দেশ্য। পরবর্তী বক্তব্যে এ ইঙ্গিতই রয়েছে। বলা হয়েছে (يَقُوْلُ الْقُرْاٰنُ : مَنَعْتُهُ النُّوْمَ بِاللَّيْلِ) কুরআন বলবেঃ রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত রেখেছি।

অর্থাৎ- ‘‘কুরআন বলবে’’ সে রাত জেগে তাহাজ্জুদের সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করেছে। এখানে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কিয়ামাত দিবসে সিয়াম ও কুরআন উভয়কে শারীরিক রূপ দেয়া হবে। এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মালাক (ফেরেশতা) প্রেরণ করা হবে যারা উভয়ের পক্ষ হয়ে কথা বলবে।

(فَيُشَفَّعَانِ)অতঃপর তাদের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। ফলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। মুল্লা ‘আলী কারী বলেন, হয়ত বা রমাযানের সুপারিশ হবে গুনাহ ক্ষমা করার জন্য এবং কুরআনের সুপারিশ হবে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56523

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন